দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 NOV 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

জরাজীর্ণ স্কুল ভবন

দেশের বিভিন্নস্থানের জরাজীর্ণ স্কুল ভবনগুলোর অবস্থা বড়ই করুণ। স্কুলে শিক্ষার সরঞ্জামের অভাব। কোথাও বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির ঘাটতি, কোথাও ভূগোল পড়ানোর উপযোগী ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। এমনকি কোন কোন স্কুলে টুল-বেঞ্চের অভাবও প্রকট। ছাত্র-শিক্ষকের সংখ্যার কথা উল্লেখ না করাই হয়তো উচিৎ, কারণ অন্য দেশের তুলনায় তা বড়ই লজ্জাকর। ভালো শিক্ষকের কথা বাদ দিলেও গ্রামের প্রায় প্রতিটি স্কুলেও শিক্ষকের ঘাটতি নিদারুণ। ভালো শিক্ষক বা আদর্শ শিক্ষক এখন ক্রমশঃ অতীতের বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে। অবশ্য এর পেছনে রয়েছে হাজারো সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ ও সমস্যা। বিদ্যালয়ের অবকাঠামো তৈরীর ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করি। জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত আমাদের শিক্ষা জীবনেও বেসরকারী উদ্যম ও যুক্ত উদ্যোগে যেন ভাটা পড়ে গেছে। অথচ বৃটিশ আমলে এমনকি পাকিস্তানী আমলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্যোগ ছিল। পক্ষান্তরে শিক্ষা ক্ষেত্রে আজো দেখা যায় মিশনারীরা তাদের নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেসরকারী স্কুল-কলেজ আর আগের মত কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারছে না। বরঞ্চ বলা যায় শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বগ্রাসী ভাটার টানে অধিকাংশ বেসরকারী বিদ্যালয় আজ সকল দিক দিয়েই জরাজীর্ণ। অথচ জাতীয় বাজেটের একটি বড় অংশ এখন শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হচ্ছে। তাই শিক্ষার গোটা কাঠামো পর্যালোচনা করে নতুন দিক নির্দেশনার সময় এসেছে বলে আমরা মনে করি।

মোজহারুল হক (বাবুল),
ফকির বাড়ী, হাটহাজারী,
চট্টগ্রাম।